R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
১৫ই মে, ১৯৭৪ সাল।

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

রেল, বাস, ডাক ও তার কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘটে জনজীবন বিপর্যস্ত

ষ্টাফ রিপোর্টার

রঘুনাথগঞ্জ—৮ মে থেকে রেল ও জঙ্গিপুর মহকুমা বাস কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘটে মহকুমার পরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গত ১০ মে থেকে শুরু হয়েছে ডাক-তার ও টেলিফোন বিভাগের কেন্দ্রীয় কর্ম্মচারীদের লাগাতর ধর্ম্মঘট। ফলে সমস্ত রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে জনজীবনে নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। দিশেহারা গ্রামের মানুষের রুজি রোজগারের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

সাতাশ দফা দাবির ভিত্তিতে সারা দেশে রেল ধর্ম্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে গত বুধবার থেকে বি, এ, কে, লুপ লাইনে এবং আজিমগঞ্জ-নলহাটী শাখা লাইনে দু'একটি যাত্রীবাহী ট্রেন ও মালগাড়ী ছাড়া সমস্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঐ দিন থেকেই বেতন বৃদ্ধির দাবিতে জঙ্গিপুর মহকুমা বাস কর্ম্মচারীরা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বাস ধর্ম্মঘট শুরু করেন। গত ৯ মে বাস-ধর্ম্মঘটের সমর্থন জানিয়ে সদরঘাটে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন এস, ইউ, সি নেতা শ্রীঅচিন্ত্য সিংহ। এই সভায় রেল ধর্ম্মঘটের সাথে বাস ধর্ম্মঘট শুরু হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

এদিকে ডাক-তার ও টেলিফোন বিভাগের ১০ মে থেকে লাগাতার ধর্ম্মঘট শুরু হওয়ায় মহকুমার কয়েকটি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয় :

একষষ্টিতম বর্ষে পদার্পণ

৬১ বৎসর পূর্বে জঙ্গিপুর মহকুমার এক সঙ্কীর্ণ পরিবেশে ও চরম দৈন্যের প্রতিকূলতার মধ্যে অঙ্কুরের পাখা মেলিয়াছিল সাপ্তাহিক 'জঙ্গিপুর সংবাদ'। সেই দিনের আত্মপ্রকাশে সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল বিকাশের ও বাঁচিবার। তৎকালীন পাঠকগোষ্ঠী, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রদত্ত সাহায্য-সহযোগিতা তাহার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত না করিলে পত্রিকাখানি আজিকার অবস্থায় আসিতে পারিত না। আজ তাঁহারা কেহ নাই। আমরা তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের কল্যাণপুষ্ট মহকুমার প্রাচীনতম এই সাপ্তাহিকটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে জনসেবায় তাহার অতি সীমিত শক্তিকে কাজে লাগাইয়া ধন্য হইয়াছে। সম্পূর্ণ সম্বলহীন অবস্থায় সুদীর্ঘ পথযাত্রায় তাহার সম্বল ছিল আত্মবিশ্বাস, নির্ভীকতা, বলিষ্ঠ ঋজু মনোভাব, সত্যকে প্রকাশের আত্মিক ক্ষমতা এবং পৃষ্টপোষকদের অকৃপণ সহায়তা। অবশ্য বর্তমান পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের অবদানও কম নহে। সকলের সহযোগিতায় 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ মহকুমায় একমাত্র জনপ্রিয় পত্রিকা—ইহা বলাই বাহুল্য। গত বৎসর ধর্মঘট এবং মূল্যবৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতি চরমতম সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে। কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' বার বার সেই সঙ্কটের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে। মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলেও মহকুমার পাঠকসাধারণের কথা চিন্তা করিয়া আমরা পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধি করি নাই। দাদাঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'জঙ্গিপুর সংবাদ' তাহার নববর্ষারম্ভে গ্রামবাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষের সেবা কামনায় সকলের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছে এবং তাহার গ্রাহক-অনুগ্রাহক-পাঠক-বিজ্ঞাপনদাতাদের হার্দিক অভিনন্দন জানাইতেছে।

গত ১৩ই বৈশাখ ছিল জঙ্গিপুর সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দাদাঠাকুর স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের জন্ম-মৃত্যু দিবস এবং আজ জঙ্গিপুর সংবাদের ৬১তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে বিশেষ রচনা ভিতরের পাতায়।

২৫শে বৈশাখে

কবি প্রণাম

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ মে—আজ পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১১৩তম জন্ম-জয়ন্তী বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হয়েছে। জাগৃতি সংঘ ও নাট্য সংস্থা এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান ছাড়াও বালিকা বিদ্যালয়ে 'কাল মৃগয়া' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে ছাত্রীরা, 'মুকুট' ও 'পূজারিনী' নাটক দুইটি মঞ্চস্থ করে স্থানীয় যুবক সংঘ।

সাগরদীঘি থেকে আমাদের সংবাদদাতা লিখেছেন, আজ রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। সভাপতিত্ব করেন উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দত্ত। কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। 'আমরা সবাই রাজা,' 'এসো হে বৈশাখ,' 'ওরে গৃহবাসী,' 'আমি ভয় করব না' 'মন মোর'—এই গানগুলিতে অংশ গ্রহণ করে শেফালী দত্ত, মণিকা সরখেল এবং নৃত্য পরিবেশন করে সন্ধ্যা মজুমদার ও মীনা মজুমদার। আবৃত্তি এবং প্রবন্ধ পাঠ করে শোনায় বীথিকা দাস, হালিমা খাতুন, চৈতালী সিনহা, ফতেমা জোহেরা এবং অন্যান্যরা। দোহালী-ডাঙ্গাপাড়া মিলনী সংঘে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালিত হয়।

এ ছাড়াও মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি প্রণামের খবর পাওয়া গিয়েছে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৮১ সাল।

এবারের রবীন্দ্র জয়ন্তী

'দুঃসহ ব্যথা' বুকে লইয়াও বঙ্গবাসী কবি-প্রণাম জানাইয়াছেন। মহাকালের আবর্তে পঁচিশে বৈশাখ আসিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমরাও পবিত্র এই দিনটিকে স্মরণ করিবার নানা আয়োজন করিয়া থাকি। কবির জীবন সাধনা উত্তরণের বহু কথা বলা হয় কাগজে, পত্র-পত্রিকায়, সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে। কবি কথা পুরাতন হয় নাই, হয়ও না। প্রতি ক্ষেত্রেই সামাজিক তথা রাষ্ট্রীক জীবনে কবির বাণীকে রূপ দিবার আহ্বান আসে। কয়েক ঘণ্টার অনুষ্ঠানে যে শপথ লওয়া হয়, অনুষ্ঠান শেষে অবস্থাটা দাঁড়ায়—'গীত শেষে বাণী পড়ে থাকে ধুলি মাঝে।' অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনের গণ্ডীটুকু ঐ সভা-সমিতির অনুষ্ঠানই, আর কোথাও নহে।

'তবে মিছে সহকার শাখা, তবে মিছে মঙ্গল কলস'—বিশ্বকবির বাণী কোন বিশেষ যুগজীবনকে প্রভাবিত করে নাই বা মনীষার নবীন স্ফুরণের ইঙ্গিত দিয়াই শেষ হয় নাই। তিনি সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের মানবধর্মের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেশপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম, কোন্‌টি প্রবল এবং কোন্‌টি বড়, এমন প্রশ্ন আজ অবান্তর। কারণ, তাঁহার মধ্য হইতে যিনি যে সন্ধান পাইবেন, তাহাকেই বড় করিবেন। রবীন্দ্রনাথ একক ও অনন্য। সকল সন্ধানকারীর লক্ষ্য তিনি পূরণক্ষম। তৎসত্ত্বেও জীবনের যে সত্যের জন্য তাঁহার জীবন সাধনা—তাহা সর্ব্বদেশকাল অতিশায়ী।

'আ মরি বাংলা ভাষা' গাহিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেও কবির স্বজাতি হিসাবে আমরা অকর্ত্তব্য কম করি নাই। এই পঁচিশে বৈশাখেই বিভিন্ন মহল হইতে বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য বহু আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে বাংলাভাষা আজও এই রাজ্যের সরকারী ভাষা হইবার স্বীকৃতি পায় নাই। এমনকি প্রেক্ষাগৃহেও জাতীয় সঙ্গীত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুখের বিষয়, স্থানীয় যুবক সংঘ অগ্রণী হইয়া পঁচিশে বৈশাখে শহরের একটি রাস্তার, ফুলতলা হইতে জঙ্গিপুর পৌরভবন পর্যন্ত, নামকরণ করিয়াছেন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড'। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

আমরা পঁচিশে বৈশাখের আধ্যাত্মিক দিকটিকে বহু পূর্ব্বেই বিসর্জন দিয়াছি কিনা ভাবিতে হইবে। মাতামাতি করিয়া চলিয়াছি অন্তঃসারশূন্য এক দৈন্যের মধ্যে। 'সোনার বাংলা'কে ভালবাসার এবং 'দেশের মাটি'র পায়ে মাথা ঠেকানর বুলি কাকাতুয়ার মত কপচান ছাড়া আমাদের কি আর কিছুই করণীয় নাই? কবির স্মৃতিস্মরণের অনিবার্য পরিণামের কথা ভাবিয়াই কি তিনি বঙ্গবাসীর জন্য গাহিয়াছিলেন, "যে কাঁদন কাঁদলেম সে কাহার জন্য?"

একষট্টি বছরে যুবক

—সত্যনারায়ণ ভকত

অগণিত পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা-শুভানুধ্যায়ীদের আশীর্ব্বাদ ও সমালোচনা মাথায় নিয়ে জঙ্গিপুর সংবাদ আজ একষট্টি বছরে পা দিয়েছে। এই সপ্তাহ ঘোষণা করেছে তার জন্মলগ্ন। ১৩২১ সালে জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালা বুকে নিয়ে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দাদাঠাকুরের ক্ষুরধার লেখনী সম্বল করে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রথম যখন আত্মপ্রকাশ করে, মহকুমার মানুষ তখন এতটা আত্মসচেতন ছিলেন না। গ্রামবাংলার হাতিয়ার জঙ্গিপুর সংবাদ গ্রামের শোষিত, উৎখাতিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাঁদের মনের ভাষার রূপ দিয়েছিল প্রতিটি স্তম্ভে। আজও সে তাঁদের পাশে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

নির্ভীক, নিরপেক্ষ এই ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক সমালোচনা করে দলমত নির্বিশেষে সকলের। কেউ বলেন বাম-পন্থী, কেউ বলেন দক্ষিণপন্থী, আবার স্বার্থান্বেষীরা মন্তব্য করেন বিভ্রান্ত। যে যাই বলুন না কেন, সবই তার কাছে আশীর্ব্বাদ। এই পত্রিকা কারও প্রভাবপুষ্ট হয়ে পরিচালিত হয় না। কোন রাজ-নৈতিক দলের অস্থায়ী স্বার্থের জন্য নিজের স্থায়ী স্বার্থ বিসর্জন দিতে জঙ্গিপুর সংবাদ কখনই রাজী নয়। সে মহকুমার অভাব অভিযোগ কর্তৃপক্ষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়, মহকুমার অবহেলিত মানুষকে তাঁদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন করতে চায়। সে মহকুমার খেত-খামারের ট্রাডিশন ভাঙ্গতে চায়, বোবা চাষীদের মুখে কথা ফোটাতে চায়, দেখতে চায় তাদের মুখের হাসি। রাজনৈতিক কচকচানি থেকে দূরে থাকতে চায়। তাই বলে দলীয় কোন্দল ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চায় না। সেই কারণেই মহকুমার একজন কংগ্রেসী এম, এল, এ মন্তব্য করেছেন, 'জঙ্গিপুর সংবাদ নিরপেক্ষ'। জেলার একজন প্রবীণ সাংবাদিক বলেছেন, 'সাবাশ'।

জঙ্গিপুর সংবাদ আজ একষট্টি বছরে বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত নয়—যুবক, রীতিমত চঞ্চল। শৈশব কাটিয়ে আজ যে যৌবনে পা দিয়েছে, আশা করি, একশ বছরেও সে বৃদ্ধ হবে না, তার যৌবন থাকবে অক্ষত, অম্লান। পুরনো ফাইলের পাতা উল্‌টালে দেখা যাবে প্রথম পৃষ্ঠায় লণ্ঠন এবং খাস জনতা কুকারের বিজ্ঞাপন, চতুর্থ পৃষ্ঠায় নিলামের ইস্তাহারে ছড়াছড়ি। সেই সঙ্গে জবাকুসুমের সুবাস। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় এবং সংবাদ-স্তম্ভ। কিন্তু আজ তার গতানুগতিকতার পরিবর্ত্তন হয়েছে। আধুনিক সাংবাদিকতার দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুষ্ঠু সম্পাদনায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকলের। রম্যরচনা, সংবাদ, সম্পাদকীয় ছাড়াও কবিতা, আলোচনা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও প্রচার সংস্থা থেকে যে হারে সংবাদ পাঠানো হয় 'পাবলিক ইনটারেসটে বিনামূল্যে' ছাপাবার জন্য, সেই হারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না, নিউজপ্রিণ্ট সরবরাহ করা হয় না।

জঙ্গিপুর সংবাদকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছে। ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকার সম্মানও সংগ্রাম করে আদায় করতে হয়েছে। লণ্ঠনের বিজ্ঞাপন আর নাই। লণ্ঠনের যুগ শেষ হয়ে বিদ্যুৎ এসেছে তীব্র সংকট সাথে করে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের কদর বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে লোড শেডিং। কিন্তু জঙ্গিপুর সংবাদের একষট্টি বছরে লোড শেডিং এর প্রয়োজন হয়নি, কখনও হবে না। বয়সের ভার তার দেহমনের তারুণ্যকে কেড়ে নিতে পারেনি। তাই এই শিরোনাম দিয়েই তার যৌবনের জয়গান ঘোষণা করি।

তাড়ি খেয়ে তিনজনের মৃত্যু

পলষণ্ডা—তাড়ি খেয়ে নবগ্রাম থানার বাগুড়া গ্রামে তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে গত ৬ই মে। আরও একজনকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে একজন টি, আর সুপারভাইজার এবং একজন নবগ্রাম ব্লকের কর্মচারী বলে প্রকাশ।

ট্রাক উল্‌টে একজনের মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই মে—গতকাল ৩৪নং জাতীয় সড়কের মথুরাপুরে কয়লা বোঝাই একটি ট্রাক উল্‌টে গেলে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু ঘটে, দু'জন আহত হন। একজনের অবস্থা আশংকা-জনক। তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে।

আত্মহত্যা

সাগরদীঘি, ২৩শে এপ্রিল—স্থানীয় ফার্ম ম্যানেজার শ্রীবিনয় মল্লিকের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মৃণালিনী মল্লিক (৪০) ফলিডল খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন গতকাল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত বৎসর তাঁদের এক পুত্র একইভাবে আত্মহত্যা করেছিলেন। আত্মহত্যার কারণ অপ্রকাশিত।

দাদাঠাকুরের স্মৃতিচারণ

—শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মা

আজ শুভ ১৩ই বৈশাখ। পুণ্যশ্লোক দাদাঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যুদিবস। আজ আমরা উৎসব পালন করবো, না শোকসভা করবো? কোনটা? দাদাঠাকুরের জীবিতকালে যখনই কেউ জন্মদিনের উৎসবের প্রস্তাব এনেছেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেয়েছেন—"ভাইরে জন্মদিনের কথা মনে হলেই আমার দরিদ্র মায়ের ভীষণ প্রসবযন্ত্রণাকাতর মুখটাই আমার মনে পড়ে; উৎসবের আনন্দের চেয়ে আমার মায়ের যন্ত্রণা বেশী ক'রে আমার বুকে বাজে।" বোধ হয় তাই তিনি জন্মদিবসের উৎসব করবার সুযোগটুকু বন্ধ করতেই সেই একই দিনে মহাপ্রস্থান করলেন। তাই আজ আর উৎসব না ক'রে তাঁর স্মৃতিচারণ ক'রেই এই দিনটি উন্‌যাপন করি।

দাদাঠাকুর সম্বন্ধে বহু কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি। শুনেছি তাঁর "কলকাতার ভুল" গান। তাঁর সেই অদ্ভুত কথার খেলা। যেদিক থেকে পড়ো একই—"রমাকান্ত কামার," প্রভৃতি। আবার অপূর্ব্ব প্রশ্নোত্তর—প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর। —"যদুপাল কি চড়ে বিয়ে করতে যান্?" "যদু পালকি চড়ে বিয়ে করতে যান্।" "পৃথিবীটা কার বশ?" "পৃথিবী টাকার বশ।" এই সব। আমাদের বাল্যে কৈশোরে তাঁর সেই নগ্নপদ, নগ্নগাত্র, অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত গৌর অঙ্গের বর্ণনা তাঁকে আমাদের কাছে কল্পলোকের এক বীর্যবান পুরুষ হিসাবে চিত্রিত ক'রেছিল। কর্ম্মজগতে এই জঙ্গিপুরে চাকরি করতে এসে যখন তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হ'লো, তখন তাঁর মধুর ব্যবহারে, স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট হাসিতে তাঁর সঙ্গে পরম আত্মীয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে গেলাম। তাঁর কতকগুলি উপদেশ আজো মনে গেঁথে আছে। তিনি বলতেন—"কোন কাজকেই ছোট ভাববে না। মনে রাখবে কর্ম্মযজ্ঞ। যে কোন কাজই কর্ম্মযজ্ঞের অংশ। যমকে দূরে রাখতে হ'লে, তার সঙ্গে আরো দুটো অক্ষর যোগ করবে, অর্থাৎ সংযম পালন করবে। ভগবানকে ঘুষ দেবে না। কখনও বলবে না আমার এই কামনা পূর্ণ ক'রো ভগবান তোমাকে ষোল আনা পূজো দেবো। ভগবান আমলা নন যে তোমার ঐ টাকার লোভে তিনি তোমার কামনা পূরণ করবেন। দারিদ্র্যকে অভিশাপ ভেবো না। ও হ'লো ভগবানের আশীর্ব্বাদ। দারিদ্র্যই তোমাকে কর্ম্মযজ্ঞে অনুপ্রাণিত ক'রে রেখেছে। কখনও কারও দান গ্রহণ করবে না। দান গ্রহণ মনকে নীচু করে। দাতার দোষগুণের বিচারে বাধা সৃষ্টি করে।"

শুধু উপদেশই তিনি দিতেন না, জীবনের প্রতিটী পদক্ষেপে নিজে সেগুলি পালনও ক'রে গেছেন। প্রথম জীবনে তিনি সামান্য ফেরিওয়ালার বৃত্তি গ্রহণ ক'রে কলকাতার রাজপথে 'বিদূষক,' 'বোতলপুরাণ' ফেরী করেছেন হাসি মুখে। সারা জীবন চরম কৃচ্ছতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন তথাপি নীতিভ্রষ্ট হননি। কখনও নিজের দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভের জন্য কিংবা বিপদে উদ্ধারের জন্য কোন দেবস্থানে মানসিক ক'রে অহেতুক ভগবানকে ডাকেননি। দারিদ্র্য ছিল তাঁর গর্ব্ব। সাংসারিক অর্থ নৈতিক বিশাল অভাব তাঁর প্রতিভাকে চূর্ণ করতে পারেনি কোনদিন। তাই তো তিনি হাসি মুখে লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণের দান প্রত্যাখান ক'রে বলতে পেরেছিলেন—মহারাজ আমি আপনার চেয়েও বড় হ'তে চাই, তাই আপনার দান নিতে অক্ষম। আপনার দান নিলে বড় হ'লেও তো আপনার চেয়ে বড় হ'তে পারবো না কোনদিন। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতেও দেখেছি রোগের যন্ত্রণা তাঁর হাসিকে কেড়ে নিতে পারেনি। পারেনি তাঁর কৌতুকী স্বভাবকে স্তব্ধ ক'রে দিতে। তাঁর কাছে গিয়েছি, পায়ে একটা ঘা হ'য়েছে, মারাত্মক যন্ত্রণা, কেমন আছেন শুধাতে হাসতে হাসতে বললেন—"আর কি ভাই শমন সমন দিয়েছে। এই দেখ না যম এসে পায়ে ধ'রে সাধছে, আর কেন এবার চলো। আমার ওখানে তো শুধু কান্না। তুমি গিয়ে ওদের মুখে হাসি ফোটাবে চলো। যমপুরীর অন্ধকারকে আলোয় ভ'রে দিতে যে তোমার মতো মানুষ আমার চাই।" তারই কিছু-দিনের মধ্যেই সত্য সত্যই তিনি হাসি মুখে বৈতরণী পাড়ি দিলেন আমাদেরকে চোখের জলে ভাসিয়ে।

দাদাঠাকুর ও ১৩ই বৈশাখ

—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

দেশ এখন একটা কঠিনতম সংকটের সম্মুখীন। অন্ন, বস্ত্র, ইন্ধন, বিদ্যুৎ, তৈল তথা কেরোসিন প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রত্যেকটির নিদারুণ অভাব। সমগ্র দেশ মনুষ্যকৃত এই বিপর্যয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজ হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত। অভাব যথার্থ-ই যে এত বিকটতম নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে তা অসৎবুদ্ধিসম্পন্ন মুনাফাখোরদের কৌশলেই কৃত। তার পরিচয় শাসককুল ও নিরুপায় জনগণ এই দুই তরফেই ভালো করে জানে, কিন্তু সকলেই নিরুপায়। প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের সত্যসত্যই অভাব না থাকলেও যে জনগণ জর্জরিত তা হলো মনুষ্যত্বের অভাব, হৃদয়-বত্তার অভাব, পারস্পরিক সহানুভূতির অভাব, প্রকৃত মানব বোধের অভাব।

অর্থাভাব মানুষকে স্বভাবতঃই চরিত্রভ্রষ্ট করতে পারে কিন্তু যে যুগে আমরা বাস করছি সে যুগে চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব সব চেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিসাধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিখ্যাত সনেট "Milton"-এ কবি যেভাবে আর্ত্তনাদ করেছিলেন, মিলটনের তদানীন্তনকালে অনুপস্থিতির জন্যে—আমাদেরও আজ তেমনি আর্ত্তনাদ করতে ইচ্ছে হয় দাদাঠাকুরের বর্ত্তমান সঙ্কটমুহূর্তে অনুপস্থিতির জন্যে। দারিদ্র্য যে মানুষকে চরিত্রমহিমায়, পরোপচিকীর্ষায়, পরহিতব্রতে, শক্তিমান শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে দুর্বল করতে পারে না, এমন দৃষ্টান্ত আমরা ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে অনেক বাঙালীর মধ্যে দেখেছি। বঙ্গদেশের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে যেখানে কিছুদিন আগেও সাংস্কৃতিক চেতনা ছিল অনুজ্জ্বল, সেখানে আমরা নিজের চোখে দেখেছি পূর্ণ মনুষ্যত্বের এক দীপ্ত ভাস্কর। তিনি আমাদের চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয় এবং চিরআদরণীয় দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। বাঙলার এক অখ্যাত পল্লীর অবজ্ঞাত স্থানে জন্মগ্রহণ করেও তিনি জঙ্গিপুরকে তথা সমগ্র বঙ্গদেশকে ও বহির্বঙ্গকেও তাঁর দীপ্ত মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন, সে মহিমা মনুষ্যত্বের মহিমা, মানুষের মর্মবোধের মহিমা।

আমরা গৌরব বোধ করি যে আমাদের মতো আর্থিক দৈন্যময় সমাজে দাদাঠাকুরের মতো সমুদ্র-হৃদয় মানুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন। জঙ্গিপুরবাসীর পক্ষে এটা একটা লজ্জার বিষয় যে তারা আজ দাদাঠাকুরকে ভুলে যেতে বসেছে। আনন্দের বিষয় এই জঙ্গিপুর মহকুমারই এক কৃতী সন্তান বিপ্লবী নলিনীকান্ত সরকার দাদাঠাকুর নামক গ্রন্থ লিখে তাতে দাদাঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় দিয়ে আমাদের কিছু মুখ রক্ষা করেছেন। এই দাদাঠাকুর বইটাই সমগ্র বাংলায় তথা বাংলার বাইরে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়ে বিখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের অভিনয় নৈপুণ্যে ভুলে যাওয়া দাদাঠাকুরকে দেশের সামনে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও জঙ্গিপুরবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনে নিষ্প্রভতা প্রমাণ করছে যে জঙ্গিপুরের এত আপনারজন, এত প্রিয় একজন মহৎ ব্যক্তির কথা যে গ্রন্থের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র প্রচারিত হলো সেই গ্রন্থের দশখানা কপিও বোধ হয় জঙ্গিপুরে খুঁজলে মিলবে না। আমাদের শাস্ত্রে দৈবঋণ, আর্ষঋণ, পিতৃঋণ এই ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ যে প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য তা লিখিত আছে। দাদাঠাকুরের স্মৃতিপূজার দ্বারা আমরা এই ত্রিবিধ ঋণ হতেই মুক্ত হতে পারি। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, বক্তা, হাস্যরসিক, পরোপকারী এবং সাহসী যোদ্ধা। বসনভূষণে ছিলেন দরিদ্রতম। একখানি ধুতি ও চাদরই ছিল তাঁর সকলসময়ের প্রিয় পরিচ্ছদ, পাদুকার বালাই ছিল না। এই ভূষণবিরলতা একমাত্র প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালী বিদ্যা-সাগর মশাই-এর সঙ্গেই তুলনীয়। সভাসমিতি এমনকি লাটবেলাটের দরবারে যেতে হলেও তিনি নগ্নপদে একমাত্র ধুতিচাদর সম্বল করে যেতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ধনের দারিদ্র্যই যে মানুষকে দরিদ্র করে না যেমন করে মনের দারিদ্র্য। এটার জলন্ত প্রমাণ দিয়েছেন দাদাঠাকুর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। তাঁর প্রতিভা যে ছিল বহুমুখী তা পূর্ব্বেই বলেছি। তিনি নিজে কবি ও সাহিত্যিক

ছিলেন এবং কবি ও সাহিত্যিকের স্রষ্টাও ছিলেন। ১৩৭৯ সালের বৈশাখের এক সংখ্যায় আমি স্বয়ং বালক অবস্থায় কিভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে শাশ্বত মন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছিলাম সেকথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছি। আমার সাহিত্যিক জীবনের অ, আ, ক, খ—শেখা তাঁরই পদপ্রান্তে বসে, বাঙলাসাহিত্যের বড় বড় মহারথীদের সঙ্গে আমার পরিচয়ও বহুলাংশে তাঁরই কৃপায়, শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ও দাদাঠাকুরের কাছে বহুদিন থেকে তাঁর হাস্যরসের ঝরণাতলায় নিরন্তর স্নান করে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসকে সঙ্গীতসমুজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। এই কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার পুত্র ও পুত্রবধূ (বিনায়ক ও সাবিত্রী) পণ্ডিচেরী গিয়ে নলিনীবাবুর সঙ্গে দেখা করেন বিকেল পাঁচটায়। তখন থেকে আরম্ভ করে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত তিনি দাদাঠাকুরের কথা এবং হাস্যরসের বিশেষত্বের বাখ্যান করে সেই সুদীর্ঘ সময় আনন্দোজ্জ্বল করে রাখেন। তাঁর বইয়ে দাদাঠাকুর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলার ছিল এই বলে সম্প্রতি তাঁকে একটা চিঠি লেখায় তিনি জানিয়েছেন, বাঙলাদেশে দাদাঠাকুরের মতো সদানন্দ সমুজ্জ্বল ব্যক্তি যেভাবে যত যত সভাসমিতিতে, সাহিত্যিক আড্ডায় এবং ব্যক্তিগত আলাপের সময় যে রকম স্বতঃস্ফূর্ত্ত হাস্যরসের অবতারণা করতেন তা শুধু বাঙলা কেন অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও বিরল। আমার তাঁর দীর্ঘকাল সঙ্গলাভের ও সাহচর্যের সৌভাগ্যলাভ হয়েছিল এবং আমার বিপদসংকুল জীবনে তাঁর হাসির গল্প আমার মনে বল, উৎসাহ এবং ঈশ্বর নির্ভরতা এনে দিয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে এত কথা জানি, মহত্বের এত পরিচয় পেয়েছি যে সে সব কথা লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে।

তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ এবং অসামান্য নির্লোভতা আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে। একবার লালগোলার দানশীল রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও তাঁকে ২৫,০০০ দান করার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে দাদাঠাকুর সেই টাকায় বশীভূত হয়ে তাঁর অনুকূলে লিখবেন। কিন্তু এই দরিদ্রতম ব্রাহ্মণ এই বৃহৎ দানকেও হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আজকের দিনে এই রকমের অর্থলোভ বিমুখতা স্বপ্নাতীত। ইংরেজ সরকারের আমলে দুর্ধর্ষ মহকুমাপতিগণকেও তিনি তাঁদের দোষ দেখলে সেই দোষ জঙ্গিপুর সংবাদে উদ্ঘাটিত করতে দ্বিধা করতেন না। তিনি অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ একখানি মহকুমাপত্রের সম্পাদক হলেও কর্ত্তব্যে সুবিখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সমশ্রেণীস্থ ছিলেন। দোষ দেখাতেন কিন্তু সরকারের পক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো পথ রাখতেন না। তাঁর সমালোচনার ভাষা সর্ব্বদা সত্যসমৃদ্ধ হলেও এত সংযত ও হাস্যোজ্জ্বল থাকত যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার সুযোগ পাওয়া যেত না। সুবিখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনের জামাতা চারুগুপ্ত দাদাঠাকুরের কাছে রেহাই পাননি। উচ্চতর রাজপুরুষেরাও সত্যসন্ধ শরৎ পণ্ডিতের সত্যবাদিতার এবং স্পষ্টবাদিতার জন্যে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। আজ ১৩ই বৈশাখ তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাবের দিনে তাঁকে সমগ্র হৃদয়ের সসম্মান শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। পরে তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লেখার ইচ্ছে থাকল।

স্মর্তব্য

আজ দা'ঠাকুরের পুণ্য জন্মদিনে গুরুদেবের কয়েকটি কথা মনে আসছে—

"আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন ; একাসনে দোঁহে বসিয়াছে ;
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা সম
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।"

দা'ঠাকুরের জন্মদিন মৃত্যুদিনও একই সূত্রে বাঁধা। একই মন্ত্রে জন্মমৃত্যুর অভ্যর্থনা। আজ সেই পুণ্য দিনে দা'ঠাকুরের উদ্দেশ্যে জানাই প্রণতি।

নানা সমস্যার ভারে আজ আমাদের জীবন জর্জ্জরিত, পর্য্যুদস্ত, বলতে পারা যায়, পঙ্গু প্রায়। তবুও আমরা cultural. culture এর কথায় মেতে উঠি। তা তো দোষের নয়। সমস্যা আছে বলেই ঝিমিয়ে পড়লে চলে না। মুস্কিলেরও তো আসান আছে। তাছাড়া আনন্দের মধ্যে আমাদের জন্ম তখন সেই আনন্দকে আমাদের culture এর মধ্যে খুঁজে পেতে হবে বৈকি!

দুঃখকে ভুলতে আনন্দকে খুঁজতে হবে, সমস্যার মোকাবিলায় সমাধান বার করতে হবে। culture এবং cultural অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা সেই দুঃখহরা পথের কিছুটা সন্ধান পেতে পারি। কিন্তু এহ বাহ্য।

সব সমস্যার বড় সমস্যা জীবন ধারণের, প্রাণ ধারণের। আমাদের চাই সেই culture যা জীবন ধারণের সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আজকের নানাবিধ সমস্যা এবং অসহণীয় দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যে জীবন যখন দিশেহারা তখন দা'ঠাকুরের একটি কথা বার বার মনে হচ্ছে, যা বাণী নয়, নয় কোন V. I. P. র Sermon, বলতে পারা যায়—জীবন সমস্যা সমাধানের ধ্রুপদী সত্যের Prediction :

"You must agree with me that agriculture is the best culture."

তাঁর কথায় culture এর সেরা—Agriculture এতে আনন্দও আছে, জৈবিক সমস্যার সমাধানও আছে। সন্দেহ নাই ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশের সমস্যা মেটাবার একটি বড় উপায় ব্যাপক Agriculture—সরকারী ভাষায় 'সবুজ বিপ্লব'। দূরদর্শী জীবনরস রসিক দা'ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার মধ্যে দিয়েই আজকের দিনের চরম সত্য কথাটি বলেছিলেন। —**চন্দ্রচূড়** ১৩।১।৮১

এ মানুষ অনন্য, এ মানুষ স্বতন্ত্র

—নুরুল ইসলাম মোল্লা

কেউ কেউ থাকেন, যাঁদের সঙ্গে অন্যের মিল হয় না। যাঁরা নিঃসঙ্গ, একক, স্বতন্ত্র। যাঁরা ফুল ছড়ানো পথে হাঁটেন না। চলতে গিয়ে অনেক কাঁটা দু'পায়ে দলেন। অদৃষ্টের মুখে লাথি মেরে হাসি মুখে এগিয়ে যান। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন সেই বিরল-প্রতিভ-জনে'র অন্যতম। 'হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে পরিহাস'-তো করেছিলেনই উপরন্তু খালি পা'য়ের শক্ত গোড়ালির লাথি কষাতে বিন্দুমাত্র বাধেনি তাঁর। তাই মৃত পুত্রের চিতার সামনে বসে পাষাণ-হৃদয় বিশ্ব-স্রষ্টার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে একটুও কুণ্ঠিত হননি :

'দুখ দিয়ে বুক ভাঙবে তুমি
তাই ভেবেছো ভগবান ?
আমি মার খাব তাও কাঁদবো নাকো
পরাণ খুলে গাইব গান।'

বস্তুতঃ জীবনভোর 'পরাণ খুলে' গান গেয়েই গিয়েছেন। আর সেই গান কখনোবা নিজের হাতে টানা ছাপাখানা 'পণ্ডিত-প্রেসে' ছেপে 'প্রদূষক' কিংবা 'বোতল পুরাণে'র আকারে কোলকাতার পিচঢালা উত্তপ্ত ফুটপাথে খালি গা'য়ে খালি পা'য়ে ফেরি করে বেড়িয়েছেন 'বিচিত্র ফেরিওয়ালা'র বেশে :

'Humour, satire wit
are in my publication
Gentleman, take the bottle
for your relaxation.'

এবং এই 'relaxation'-এর 'taxation' নাম মাত্রই। কিন্তু এটা ঠিক 'taxation'-এ পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। হয়তোবা এজন্যেই নিজের সম্পর্কে কৌতুক করে বলতেন : 'এডিটর নই এইড ঈটার'। তাই হাত পাতেননি কারো কাছে কোনোদিন—না মানুষ, না ঈশ্বর। বরং নিজের হাতের শক্ত কব্জিতে মুঠিয়ে ধরেছেন কলম, মেরুদণ্ড খাড়া জোর কদমে হেঁটেছেন পথ আর মগজের খেলায় লাগিয়েছেন ভেল্‌কি।

সুতরাং এ মানুষ অনন্য, এ মানুষ স্বতন্ত্র। মান আর হুঁসের প্রোজ্জ্বল বিগ্রহ। তাঁকে দেখি বা না দেখি তাঁর কথা ভাবলে বিস্মিত হই। শ্রদ্ধার বিনম্র অর্ঘ্য নিবেদন করি॥

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৪ ও ২৫শে মে মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী ও ২৫ বৎসরপূর্ত্তি উৎসব। এই উৎসবে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের আমন্ত্রণ জানাই।

প্রধান শিক্ষক
মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

গানের আসরে এক রাত্রি

নিজস্ব সংবাদদাতা

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ মে—প্রত্যাশিত গানের আসর শেষ পর্যন্ত হ'ল। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখার ষ্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের এটি ছিল দ্বিতীয় নিবেদন। কিন্তু আজকের এই নিবেদন খুব একটা জমাতে পারেনি।

যাই হোক, প্রারম্ভেই দু'তিনজন স্থানীয় গায়কের গান শেষ হবার পর সলিল মিত্র আসরে নেমেই দিলেন মাতিয়ে। 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু' এবং আরও একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত, 'লাল টুকটুকে বৌ যায় গো' নজরুল গীতি সমেত হিন্দী বাংলা মিলে সাকুল্যে সাতটি গান শেষ হবার আগেই শুরু হ'ল মাইক গোলযোগ। প্রচণ্ড হৈ চৈ-এর মধ্যে দিয়ে ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট হবার পর হিন্দী গানের চটুল সঙ্গীতে সীতা মুখার্জী শ্রোতাদের মন জয় করে ফেললেন। শিস-এর সঙ্গে সঙ্গে হাততালি পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গাইতে গিয়ে শ্রীমতী মুখার্জী অমার্জনীয় ভুল করে বসলেন। তিনি 'বড়লাটকে মারতে গিয়ে' না বলে, বলে ফেললেন, "ক্ষুদিরামকে মারতে গিয়ে……"। এক শ্রেণীর শ্রোতাদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। অর্কেষ্টার আর্তনাদে অনেকে ব্যাপারটা বুঝতেই পারলেন না।

সব শেষে এলেন সঙ্গীত-পরিচালক এবং বাংলার প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্যামল মিত্র। 'কিছু বলবো ব'লে রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে শুরু করে একটানা এক ঘণ্টা ধরে গাইলেন একগাদা গান। গভীর রাত্রে আসর শেষ হ'লে উপস্থিত প্রায় ছ'হাজার শ্রোতা বাড়ী ফিরে গেলেন তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে।

বাংলা বন্‌ধ শান্তিপূর্ণ

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ মে—ন'পার্টির ডাকে গতকালের বাংলা বন্‌ধ ছিল শান্তিপূর্ণ। শহরের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ ছিল, বাস চলাচল বন্ধ ছিল। তবে সরকারী সংস্থাগুলি এবং বাজার খোলা ছিল। এস, ইউ, সি সমর্থকরা বন্‌ধের সমর্থনে বিভিন্ন সরকারী সংস্থার সামনে পিকেটিং করেন। ঐ দিন সাগরদীঘির জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছিল। সেখানে বন্‌ধ পালন করা হয়নি।

অভিযোগঃ শ্রীমতী রেণুকা রায় এবং শ্রীমতী প্রতিমা সরকার এক পত্রে অভিযোগ করেছেন যে, গতকাল বন্‌ধের সমর্থনে এস, ইউ, সি-র নেতৃত্বে জঙ্গিপুর পৌরভবনের ফটকে পিকেটিং-এর সময় মুর্শিদাবাদ জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্র পণ্ডিত তাঁদের উপর দৈহিক আক্রমণ চালান। তাঁরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

পাল্‌টা অভিযোগঃ যুব নেতা শ্রীরবীন্দ্র পণ্ডিত পাল্‌টা অভিযোগ করে জানিয়েছেন, পিকেটিং-এর সময় দু'জন স্বেচ্ছাসেবিকার উপর দৈহিক নির্যাতন করা হয়নি। বেঞ্চ দিয়ে ফটক অবরোধ করায় সংযতভাবে তাঁদেরকে বেঞ্চ সরাবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তাঁরা সে অনুরোধ রাখেননি, উপরন্তু শ্রীপণ্ডিতের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছেন। শ্রীপণ্ডিত তাঁদের দেউলিয়া রাজনীতির তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিচিত্রানুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ মে—অন্যান্যবারের মত এবারও তুলসীবিহার মেলা শুরু হয়েছে গতকাল থেকে মহাসমারোহে।

মির্জাপুর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, গত ১০ মে থেকে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে শ্রীশ্রী৺শীতলা মায়ের পীঠস্থানে নামগান আরম্ভ হয়েছে। শুরুতে ট্রেণ এবং বাস বন্ধের জন্য সাময়িক অসুবিধা দেখা দিলেও পরে সমস্ত দলই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। গত ৪ মে শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের মাঠে শ্রীশ্রী৺অনুকূল ঠাকুরের ধর্মমত ও পথ সম্পর্কে এক সান্ধ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মির্জাপুর মহিলা সমিতির উদ্যোগে গত ৬ মে 'দুইকন্যা' এবং শিবরাম স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে ৮ ও ৯ মে 'মীর কাসিম' এবং 'হে মোর পৃথিবী' নাটকগুলি মঞ্চস্থ করা হয়। গত ৯ মে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে গণকর রবীন্দ্র সংঘে আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়াও প্রাচীর পত্রিকার শ্রেষ্ঠ লেখকদের পুরস্কার প্রদান ও মেয়েদের শরীর চর্চা প্রদর্শন করা হয়।

গত ১২ মে রঘুনাথগঞ্জে 'আমরা-ক'জন' সংস্থার উদ্যোগে পুরাতন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয় এবং বিতর্ক, স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনেও রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়েছে।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে

—অনুত্তম পণ্ডিত

বাংলার অনেক সাহিত্যিক যুক্তি দিয়ে দাদাঠাকুরকে গোপালভাঁড়ের চেয়েও বড় প্রমাণ করেছিলেন। তাঁদের কথার প্রমাণ তিনি রেখে গিয়েছেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরস আমাদের আকণ্ঠ পান করিয়ে।

আমাদের বলেছিলেন, "আমি মারা যাওয়ার পর খঞ্জনি বাজিয়ে লোক জানিয়ে নীলামের মত আমাকে শ্মশানে নিয়ে যেও না।" আমরা তাঁর অনুরোধ রেখেছিলাম। শোভাযাত্রা করে তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাইনি বলে অনেকে দুঃখ করে বলেছিলেন, শেষবারের মত তাঁকে আমরা দেখতে পেলাম না।

মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তিনি কৌতুক প্রবণতা ছাড়তে পারেননি। "কি হবে এ সব করে? জীবনটা রঙ্গমঞ্চ," ডাক্তারকে বলেছেন, "মৃত্যুর জন্য চিন্তা করে লাভ নেই। আমরা খেলতে এসেছি। পেনাল্‌টি গোল হ'লেই হয়ে গেল!" তিনি কত সহজভাবে মৃত্যুকে পেনাল্‌টি গোলের সঙ্গে তুলনা করতে পেরেছিলেন। মৃত্যুর আগের দিন চিন্তিত আত্মীয়স্বজনদের তিনি বলেছিলেন—সূর্য যখন ওঠে তখন তার কত কাজ কত দায়িত্ব থাকে। যখন অস্ত যায় তখন ক'জন তাকে লক্ষ্য রাখে? গোপনে হঠাৎ ডুবে যায়। সুতরাং আমাকে অস্তমিত সূর্যের মত ভেবে নিলে তোমাদের মন অনেকটা হালকা হবে।

আমাকে বলেছিলেন, "পুওর হও ক্ষতি নেই। তবু পিওর হবার চেষ্টা কর। ঘরে আমার আইরেক্ষেষ্ট নেই কিন্তু আমার চেষ্ট আইরণের মত। তোমাদেরও সেরকম হতে হবে।"

কিন্তু এই যুগের সঙ্গে তাল রেখে আমরা কি সেরকম হতে পারবো?

মিসায় ২ জন নকশাল গ্রেপ্তার

ফরাক্কা ব্যারেজ—পুলিশীসূত্রে পাওয়া এক সংবাদে জানা গিয়েছে যে, এখানে দু'জন নকশালকে মিসায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে গত ২৭শে এপ্রিল।

গ্রাম্য বিচার সভা!

হিলোড়া, ৩ মে—কে বা কারা গত রাত্রে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক কৃষ্ণচন্দ্র বারুইকে মারধোর করার জন্য তাঁর বাসায় চড়াও হয়—এই অভিযোগ মীমাংসার জন্য আজ একটি গ্রাম্য বিচার সভা আহ্বান করা হয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে। এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে জনৈকা জি, ডি, একে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তার বদলি ও শাস্তি দাবি করা হয়। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিকট একটি স্মারক-লিপি পাঠানো হয়েছে এবং ডাঃ বারুই-এর নিরাপত্তার জন্য রাত্রে একজন চৌকিদার ছাড়াও পালাক্রমে চারজন স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্তর্ধান?

রঘুনাথগঞ্জ, ২০ এপ্রিল—ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস্-এর রঘুনাথগঞ্জ শাখার অফিসটি হঠাৎ তরকারী বাজারের কাছ থেকে উঠে গিয়ে কোথায় আস্তানা গেড়েছে কেউ জানেন না। এখানে এসে যাঁরা হয়রাণ হচ্ছেন, তাঁরা কার খেয়াল খুশির বসে অফিসটি অন্তর্ধান হয়েছে, জানতে আগ্রহী হয়েছেন।

উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা

মির্জাপুর ৩ মে—স্থানীয় ব্যবসায়ী জগন্নাথ সাহা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পুরনো অসুখ ও অধুনা মস্তিষ্কের বিকারই আত্মহত্যার কারণ বলে জানা গেছে।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

একযোগে আন্দোলন

সাগরদীঘি, ২৮ এপ্রিল—সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার দু'দিনব্যাপী পঞ্চম বার্ষিকী সম্মেলনের শেষ দিনে আজ সমস্ত শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে একযোগে আন্দোলনের প্রস্তাবসহ বার দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। শ্রীনির্ম্মল সরকারের সভাপতিত্বে এগার জনের একটি কার্য্য-নির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়েছে। সম্পাদিকা নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীমতী নারায়ণী সান্যাল। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ন'জন শিক্ষিকাসহ ৭৩ জন শিক্ষক এবং বিধান সভার সদস্য শ্রীশীষ মহম্মদ হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির জন্য সমিতির প্রকাশ্য সভা আজ অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

গঙ্গা ভাঙ্গছে ঃ সাগরদীঘিতে আমাদের সংবাদদাতার এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশীষ মহম্মদ, এম, এল, এ জানিয়েছেন যে, ভাঙ্গন প্রতিরোধের ব্যাপারে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ থেকে গিয়েছে। সেই সুযোগে গঙ্গা তার ভাঙ্গন অব্যাহত রেখেছে। এখন পর্য্যন্ত ৮৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে এবং ১৪ হাজার পরিবার গৃহহীন হয়েছেন। শিবনগর থেকে জগতাই পর্যন্ত ভাঙ্গন চলছে। আমাদের সংবাদদাতা গত ২৪ এপ্রিল জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত "অরঙ্গাবাদে টি বি, চেষ্ট ক্লিনিক পরিকল্পনা এখনও বিশ বাঁও জলের তলায়" শীর্ষক সংবাদটির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শ্রীমহম্মদ বলেন, "বিধান সভায় বক্তব্য রাখবো।"

কলকাতা একস্‌প্রেস

১৫ মে—রেল ধর্ম্মঘটজনিত পরিস্থিতিতে মুর্শিদাবাদ অটোমোবাইল যাত্রীদের কলকাতা যাতায়াতের সুবিধার জন্য আগামীকাল থেকে একটি কলকাতা একস্‌প্রেস বাস চালাবেন। এই একস্‌প্রেস সকাল পাঁচটায় রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট ছাড়বে এবং বিকেল তিনটেয় এসপ্ল্যানেড ছাড়বে। যাত্রীদের সদরঘাটে বুকিং অফিস থেকে অগ্রিম টিকিট বুক করতে হবে।

স্বল্প সঞ্চয় সম্পর্কে জনসভা

বাহাদুরপুর রায়পাড়া, ৩০শে এপ্রিল—বাহাদুরপুর রায়পাড়া ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের উদ্যোগে বাহাদুরপুর রায়পাড়া গ্রামে স্বল্প সঞ্চয় সম্পর্কে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সুতী ১নং ব্লক উন্নয়ন সংস্থা আধিকারিক সভাপতি হিসাবে ও জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের প্রতিষ্ঠাতা ও সুদক্ষ কর্ম্মী শ্রীপ্রভাতকুমার রায় স্বল্প সঞ্চয় সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। অনুষ্ঠান শেষে মহকুমা তথ্য বিভাগ এক ছায়াচিত্র প্রদর্শন করেন।

পৌরসভার নির্বাচন ৩০ জুন

১৩ মে—জঙ্গিপুর পৌরসভার নির্বাচন আগামী ৩০ জুন অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ১৮ মে এবং প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৩০ মে স্থির করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে জোর প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

সর্বশেষ সংবাদ ঃ ১৫ মে, আজ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে ভারত বন্‌ধের পরিপ্রেক্ষিতে ধুলিয়ান ছাড়া জঙ্গিপুর মহকুমার সর্ব্বত্র জীবনযাত্রা ছিল স্বাভাবিক। কোন রকম শান্তিভঙ্গের খবর পাওয়া যায়নি। ধর্ম্মঘটী রেল কর্ম্মীদের সমর্থনে সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্ম্মী এ্যাসোসিয়েশনের ডাকে, ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘটে আজ ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখায় এবং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে অধিকাংশ কর্ম্মীই উপস্থিত ছিলেন। কোন রকম লেনদেনের সংবাদ পাওয়া যায়নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ থেকে ডাক, তার, টেলিফোন মাশুল বাড়ছে। পোষ্টকার্ড, খাম ও ইনল্যাণ্ড লেটারে আজ থেকে অতিরিক্ত পাঁচ পয়সা করে গুণতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ মে—পঁচিশে বৈশাখের শুভ লগ্নে আজ স্থানীয় যুবক সংঘ ও ব্যায়াম মন্দিরের উদ্যোগে ফুলতলা থেকে জঙ্গিপুর পুরভবন পর্যন্ত রাস্তার নামকরণ 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড' করা হয়েছে। পুরসভা এই নামকরণ স্বীকার করে নিয়েছেন। অপর দিকে শহরের ডোমপাড়া রাস্তার 'শহীদ নলিনী বাগচী রোড' নামকরণের প্রস্তাবও জাগৃতী সংঘ ও নাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে।

রেল, বাস, ডাক ও তার কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘটে জনজীবন বিপর্যস্ত

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ডাকঘরে তালা ঝুলতে দেখা গিয়েছে। কয়েকটি ডাকঘরে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে কর্ম্মচারীরা অফিসের কাজকর্ম্ম সেরেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, গত ১২ মে সন্ধ্যা থেকে জঙ্গিপুর মহকুমা বাস কর্ম্মচারীরা পাঁচ দিনের মাথায় এবং ডাক-তার-টেলিফোন বিভাগের কেন্দ্রীয় কর্ম্মচারীরা তিন দিনের মাথায় তাঁদের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। রেল ধর্ম্মঘটের ফলে মির্জাপুর, সাগরদীঘি প্রভৃতি এলাকায় সংবাদপত্র এবং ডাক এসে পৌঁছচ্ছে না।

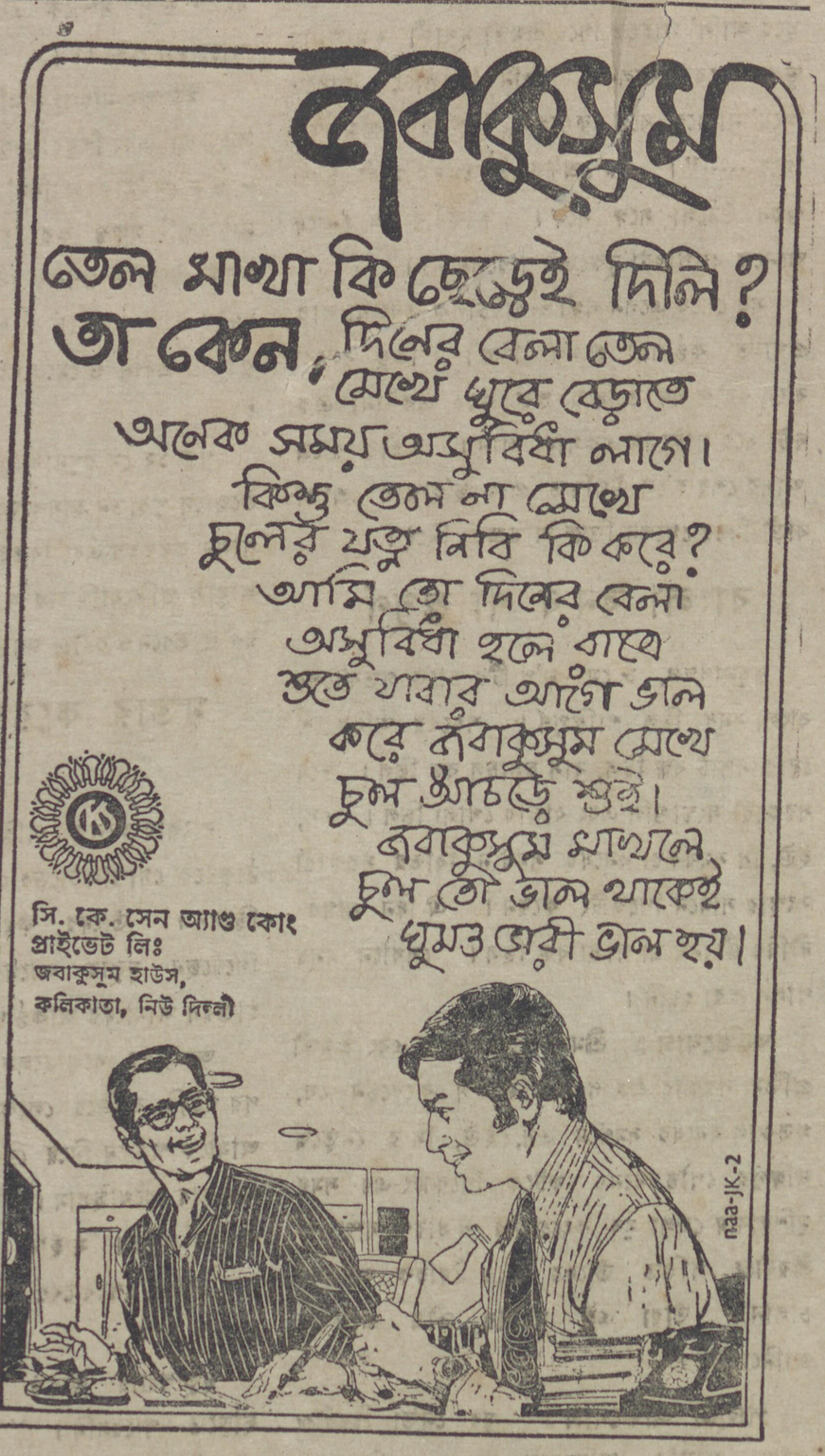

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।